যায়যায়দিন

তারিখ 4 AUG 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

## মেডিকেলে ভর্তি

# পরীক্ষার্থী কমানোর পরিকল্পনা

যায়যায়দিন রিপোর্ট

সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) মহাপরিচালক খন্দকার মো. শেফায়েতউল্লাহ জানান, প্রতি বছর এসএসসি ও এইচএসসিতে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বহু শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়া একটি চ্যালেঞ্জ। প্রতি আসনের বিপরীতে তারা তিনজন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দিতে চান। দীর্ঘ দিন ধরে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এ ধরনের নিয়ম অনুসরণ করছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। প্রতি বছর গড়ে ৪০ হাজার

পরিকল্পনা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

## পরিকল্পনা : পরীক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। সারাদেশে মোট ২০টিরও বেশি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা নেয়া হয়। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও এইচএসসি মিলিয়ে মোট জিপিএ-৮ এবং এই দুই পরীক্ষার একটিতে ন্যূনতম ৩ দশমিক ৫।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেয়াটা 'অপ্রয়োজনীয়' বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, কয়েক হাজার শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ জিপিএ পায়। কিন্তু গড়ে প্রতি পরীক্ষায় জিপিএ ৪ পাওয়া শিক্ষার্থীকে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে দেন। এটা তদারকি করা খুব কঠিন ব্যাপার। মহাপরিচালক বলেন, মন্ত্রণালয় সম্মতি দিলে তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার মানদণ্ড ঠিক করবেন।

প্রতি বছরই বিভিন্ন কোচিং সেন্টার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ২৩ সেপ্টেম্বর ভর্তি পরীক্ষার আগের প্রশ্নপত্র দেয়ার কথা বলে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এছাড়া ওইবার প্রশ্নপত্র উরুতে পেঁচিয়ে প্রেস থেকে বেরোনোর সময় প্রেসের এক কর্মীকে আটক করা হয়।

২০০৭ সালে মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে ওই পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ করে কিছু শিক্ষার্থী। তখন তারা অভিযোগ করেন, কিছু শিক্ষার্থী মাত্র ৩ দশমিক ৫ জিপিএ নিয়ে দেশের সেরা মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

অবশ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দাবি করেন, কখনোই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু যেসব শিক্ষার্থীর জিপিএ কম থাকে তারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের চেষ্টা চালায়। আর কোচিং সেন্টারগুলো এর সুযোগ নেয়।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২২টি সরকারি মেডিকেল কলেজে দুই হাজার ৮১১টি এবং ৫৩টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে চার হাজার ২৪৫টি আসন রয়েছে। এছাড়া ৯টি সরকারি ডেন্টাল কলেজ এবং বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে ৫৬৭টি আসন থাকার পাশাপাশি ১৪টি বেসরকারি ডেন্টাল ইন্সটিটিউটে ৮৭০টি আসন রয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিকিৎসা শিক্ষার পরিচালক শাহ আব্দুল লতিফ জানান, আগামী ১২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগেই তাদের ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। গত বছরই প্রথমবারের মতো সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিতভাবে হয়। ভর্তির আবেদনপত্র অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। এক ঘণ্টায় ১০০ নাম্বারের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের আলোকে এ ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হয়।